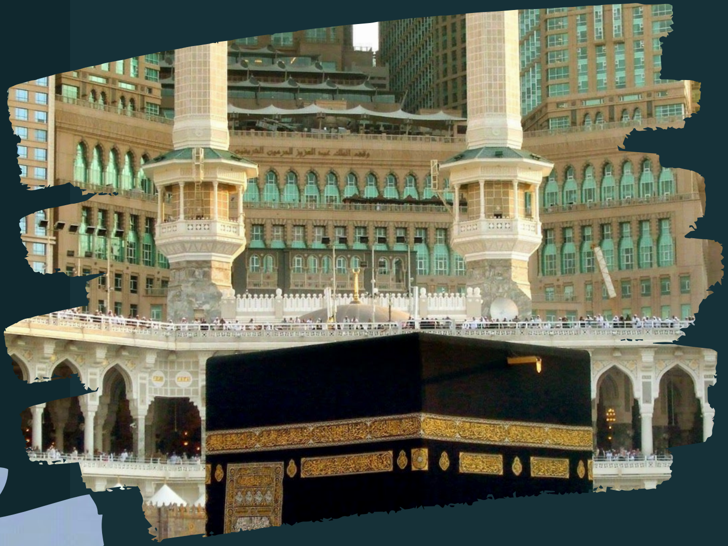

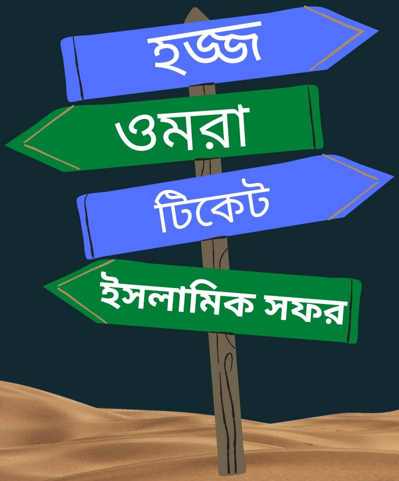
হজ্জ
ওমরা
টিকেট
ইসলামিক সফর

মুফতি রায়হান হজ্জ
টুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস

8/13 Academi Road,
Sodor,Mymensingh2200

01711662555

mrhttravels.com

প্রথমে ওমরা পালনঃ

মিকাত অতিক্রম করার পূর্বে বা বাংলাদেশ থেকে ওমরার এহ্‌রাম বাধতে হবে। গোসল বা ওযুর পর এহ্‌রামের কাপড় পরে দুই রাকাত নামাজ (কাফিরুন+এখলাস দিয়ে)পরুন। ছালাম ফিরিয়েই (মাথায় টুপি থাকলে খুলে ফেলুন) বলুন, ‘হে আল্লাহ আমি ওমরার নিয়ত করছি-সহজ করুন, কবুল করুন’। সাথে সাথে উচ্চ স্বরে (মহিলারা আস্তে) তিনবার ‘লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নিমাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাক’ পরুন। অতঃপর দরূদ এস্তেগফার ও ইচ্ছামত দোয়া করুন।

ইহ্‌রাম বাধার পর থেকে মক্কা শরীফে পৌঁছে ওমরার কাজ শুরুর পূর্ব পর্যন্ত যত বেশি পারেন তালবিয়া পড়তে থাকুন। মসজিদুল হারামে উঠার সময় প্রথমে ডান পা রেখে পরুন “বিস্‌মিল্লাহি অয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ্‌”। “আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লী আবওয়াবা রাহ্‌মাতিক” একটু অগ্রসর হওয়ার পর কাবা শরীফ নজরে পড়তেই হাত তুলে তিন বার করে বলুন, “আল্লাহু আকবর, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালিল্লাহিল হাম্‌দ” অ ইচ্ছামত দোয়া করুন।

এরপর অগ্রসর হয়ে হাজরে আসোয়াদ এর সোজা দাঁড়ানোর পূর্বেরই এজতেবা করুন (পুরুষগণ গাঁয়ের চাদরটির ডান অংশকে ডান বগলের নীচে দিয়ে বাম কাঁধের উপরে রাখুন) ও ওমরার তাওয়াফের নিয়ত করুন।

এরপর হাজরে আসওয়াদের সোজা দাঁড়িয়ে “বিস্‌মিল্লাহি আল্লাহু আকবার” বলে কাঁধ পর্যন্ত হাত তুলে আবার হাত নিমিয়ে ফেলুন। আবার বুকের সোজা হাতের তালু চুম্বন করে ডান দিকে ঘুরে তাওয়াফ শুরু করুন। সম্ভব হলে ৩ চক্কর পর্যন্ত রমল করুন (পরুষের ক্ষেত্রে বীরের মত চলা)।

তাওয়াফের সময় দৃষ্টি, মুখ, বুক কাবার দিকে করবেন না। এক চক্করের পর আবার হাজরে আসয়াদের দিকে হাত ইশারা করে চুমু খাবেন। এইভাবে ৭চক্করে ৮ বার হাতের তালু চুমু খাবেন এতে একটি তাওয়াফ পূর্ণ হবে। এরপরই এজতেবা খুলে চাদরটি আবার পূর্বের মত পড়ে নিন এবং মাকামে ইব্রাহীমকে সামনে রেখে বা ভীড় থাকলে অন্য জায়গায় দুই রাকাত নামাজ পড়ুন (কাফেরুন+ইখলাস)।

এরপর মসজিদুল হারামে রক্ষিত যমযম পানির পট বা ট্যাঁপ থেকে ইচ্ছামত যমযমের পানি বিসমিল্লাহ্‌ বলে পান করুন এবং শেষে “আলহামদুলিল্লাহ্‌” বলুন, শরীরে লাগান, উপকারি ইলম, প্রশস্ত রিজিক, রোগ মুক্তি ও নেক আমলের জন্য দোয়া করুন। তাওয়াফের সময় অজু থাকা জরুরী। অজু ভেঙ্গে গেলে অজু করে তাওয়াফ পূর্ণ করতে হবে। যমযম পানি পান করে আবার হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে সোজা বরাবরে দাঁড়িয়ে পূর্বের মত হাতে ইশারা করে চুমু খাবেন। এরপর কাছেই পূর্বদিকে সাফা পাহাড়ে উঠে কাবার দিকে মুখ করে দুই হাত তুলে একটু উচ্চস্বরে (মহিলারা আস্তে) তিনবার “আল্লাহু আকবার অয়ালিল্লাহিল হামদ” তিনবার “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌ লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির” বলে ইচ্ছামত দোয়া করে মারওয়া পাহাড়ের দিকে আগ্রসর হউন। সবুজ দুই খুঁটির মাঝে একটু দৌড়ান (মহিলারা স্বাভাবিক গতিতে) মারওয়া পাহাড়ে উঠে কাবা ঘরের দিকে মুখ হওয়ার সময় সাফা পাহাড়ের দোয়াটি আবার দুই হাত তুলে উচ্চস্বরে (মহিলারা আস্তে) পড়ুন। আবার সাফা পাহাড়ে আসুন ও সবুজ দুই খুটির মাঝখানে একটু দৌড়ান (মহিলারা স্বাভাবিক গতিতে)। প্রত্যেক বারেই সবুজ দুই খুঁটির মাঝখানে বলুন, “হে আল্লাহ আমাকে মাফ করুন রহম করুন”। এইভাবে সাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক দৌড় হবে এবং মারওয়া থেকে সাফা পর্যন্ত এক দৌড় হবে। প্রত্যেক বারেই সাফা মারওয়ায় পৌঁছে ঐ দোয়াগুলি হাত তুলে এইভাবে সপ্তম দৌড় মারওয়া পাহাড়ে শেষ করুন। সাফা মারওয়া দৌড়ের সময় যেকোন তাসবীহ্‌ ও জীকিরে লিপ্ত থাকুন। এই দৌড়গুলোর মধ্যে ওযু থাকা শর্ত নয় তবে উত্তম।

সাফা মারওয়া দৌড়ের পর মসজিদুল হারামে এসে দুই রাকাত নামাজ পড়া মুস্তাহাব। এরপর মসজিদুল হারাম থেকে বের হবার সময় প্রথমে বাম পা বের করে পড়ুন “বিসমিল্লাহি ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু আলা রাসুলিল্লাহ”।

“আল্লাহুম্মাফ তাহ্‌লি আবওয়াবা ফাজ্‌লিকা” এরপর নিজেই বা নাপিত বা এহ্‌রামবিহীন বেক্তি বা তামাত্তোকারী সায়ী শেষকৃত বেক্তির দ্বারা মাথা মুণ্ডন করে হালাল হউন এবং এহ্‌রামের কাপড় খুলে ফেউল। লম্বা চুলের ক্ষেত্রে কাঁচী দিয়ে খাটো করলেও চলবে। একবারে খাটো চুল হলে মুন্ডন করা জরুরী। মহিলাদের চুলের আগা আঙ্গুলের ১ কড়া পরিমান ছাটতে হবে।

ওমরা করার জন্যঃ (১) এহ্‌রাম বাঁধা ফরজ (২) কাবা শরীফ তাওয়াফ ফরজ (৩) তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাজ ওয়াজিব (৪) সাফা-মারওয়া দৌড়ানো ওয়াজিব (৫) মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাটা ওয়াজিব।

এখন হালাল অবস্থায় সাধ্যমত এবাদত বন্দেগি, নফল তাওয়াফ ও পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদুল হারামে পড়ার চেষ্টা করুন।

নফল তাওয়াফ ও নফল উমরাহ্‌ঃ

হালাল হবার পর সাধারন পোষাকেই হাজরে আসওয়াদের সামনে দাড়িয়ে হাজরে আসওয়াদের দিকে হাত ইশারা করে “বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার” বলে হাতে চুমু খেয়ে সাত চক্করে তাওয়াফ পূর্ণ করে মাকামে ইব্রাহীমেকে সামনে রেখে বা একটু দূরে দুই রাকাত নামাজ পড়ুন। এতে একটি নফল তাওয়াফ পূর্ণ হবে। এরপর সাথে সাথে আবার নফল তাওয়াফকরেতে পারেন। মসজিদুল হারামে জামাতে ফরজ নামাজের ফজিলতের পরেই তাওয়াফের ফজিলত সবচেয়ে বেশী।